সংবাদ

তারিখ ...20 OCT 2002
পৃষ্ঠা ~ ১২ কলাম ~ ৬

রাজনৈতিক প্রতিহিংসার অভিযোগ

বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুরের ১২১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তি বাতিল

খালেকুজ্জামান মুকুল : বৃহত্তর দিনাজপুর ও রংপুরের ১শ' ২১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত হওয়ার পর রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে পরে তা বাতিল করা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। কারণ এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল বিরোধীদলীয় সংসদ সদস্যদের এলাকায়। জানা গেছে, সংসদ সদস্যদের সুপারিশের ভিত্তিতে ২০০১-০২ অর্থবছরে সারাদেশে ৮শ' ৫২টি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা এমপিওভুক্ত করা হয়েছিল। এমপিওভুক্তির পর ওইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাছে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র চেয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় চিঠি দিয়েছিল। পরে সংশ্লিষ্ট জেলা শিক্ষা অফিসারের মাধ্যমে এমপিওভুক্ত স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার কাগজপত্র মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়। এমনকি বেতন উঠানোর জন্য এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীরা ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট পর্যন্ত খুলেছিলেন। বেতনের অভাবে দীর্ঘদিনের দুঃখ-কষ্টের পর শিক্ষক-কর্মচারীরা যখন স্বপ্ন পূরণের আনন্দে বিভোর ঠিক সে সময় আসে দুঃসংবাদ। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয়, বৃহত্তর দিনাজপুর ও রংপুর জেলার ১শ' ২১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্ত বাতিল করা হয়েছে।

এমপিওভুক্তির পরপরই কি কারণে তা বাতিল করা হলো সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় তার কোন ব্যাখ্যা দেয়নি। তবে বৃহত্তর দিনাজপুর ও রংপুরের যে ১শ' ২১টি শিক্ষা

বাতিল : পৃঃ ১১ কঃ ১

বাতিল : এমপিওভুক্তি

(১২-এর পৃষ্ঠার পর)

প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তি বাতিল করা হয়েছে সেসব স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা ছিল বিরোধীদলীয় সংসদ সদস্যদের এলাকায়। তাই সংশ্লিষ্টরা ধারণা করছেন, কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়াই কেবল রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণেই তা বাতিল করা হয়েছে। এমপিওভুক্তির আশায় এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় দু'হাজার শিক্ষক-কর্মচারী দীর্ঘ ১০/১৫ বছর থেকে প্রায় বিনা বেতনে চাকরি করে আসছিল। চাকরি জীবনের মাঝামাঝি সময়ে স্বপ্ন ভঙ্গের ব্যথায় হতাশ হয়ে পড়েছেন এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় দু'হাজার শিক্ষক-কর্মচারী।